পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ১) কলকাতা থেকে দূর্গে যাবার জন্য একটি ভালো রাস্তা তৈরী হয়েছিল। ২) চড়ামাদার গ্রামের খেয়াঘাটে একটি কোতোয়ালি তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে এই রাস্তার নাম মহাত্মা গান্ধী রোড বজবজ ট্রাঙ্ক রোড। এই রাস্তাই উলুবেড়িয়া হয়ে মেদিনীপুর ওড়িশা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যাতায়াতের পথ হিসেবে বিস্তৃত হয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে কলকাতায় ওড়িয়াদের কলকাতা আগমন মূলত এই পথেই। সেই সূত্রে এর নাম হয়ে গিয়েছিল "কটক রোড"। চড়ামাদারের এর আশেপাশে অবস্থিত জনপদগুলো ওইখানকার গ্রামে দক্ষিণ রায়ের একটি থান প্রতিষ্ঠা করে পুজোর প্রচলন করেছিল। ১৭৭৬-৭৭ নাগাদ চীনদেশীয় ব্যবসায়ী টং মিন অছি (অছু) সামুদ্রিক ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে এরকম চড়ামাদারে এসে পৌঁছাল তখন গ্রামবাসীদের কাছে সে আশ্রয় পেয়েছিল। বাংলায় তখন হেস্টিংস এর শাসনকাল। অছু কোম্পানির কাছে দরখাস্ত পাঠাল ব্যবসা এবং চাষবাসের জন্য ৩০০ বিঘা জমির জন্য (১৭৭৮, ১৯শে জুন)। এরপর আছু দেশে ফিরে গিয়েছিল। বছর তিনেক পরে এদেশে তিনি ১১০ জন চিনাকে নিয়ে এসেছিল। কোম্পানি তখন বাৎসারিক ৪৫ টাকা খাজনার বিনিময়ে ৩০০ বিঘার পরিবর্তে ৬৫০ বিঘা জায়গা বর্ধমান রাজার থেকে পাট্টা বন্দোবস্ত করে দিল। চীনা শ্রমিক ছাড়াও আরো দুটি বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে এসেছিল। এই আরো দেবদেবীর মূর্তি কোথায় স্থাপন করবে? তখন স্থানীয় অধিবাসীরা দক্ষিণ রায়ের দেবস্থানেই মূর্তি দুটির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করে দিল। এখানে চেনা উপনিবেশ আর বাংলার প্রথম পরিকল্পিত তথা সংঘটিত শিল্প প্রতিষ্ঠান অছু সাহেবের চিনি তৈরীর কারখানা স্থাপিত হলো ১৭৮০ তে। বর্তমানে এই জায়গার নাম চিনেমান তলা। আছুর নাম অনুসারে ওই জায়গার নাম আছিপুর।অছুর কারখানার জন্য প্রচুর পরিমাণে চিনি রাখার কলসি এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দরকার হওয়াতে নদীর ধারে গড়ে উঠল পালপাড়া। নিবিড় আখ চাষের সরঞ্জামের জন্য গড়ে উঠল কামারশাল। চৈনিক দেবদেবীর আরাধনার জন্য গড়ে উঠল একটি ছোট্ট চিনা মন্দির তৈরি হল কতোয়ালি, ডাক ব্যবস্থা। ১৭৮৩ সালে অছুর মৃত্যুর পর বছর অছুর মেয়ে কারখানা চালাতে না পারায় ১৮০৩ খৃ: নাগাদ চেনা উপনিবেশ ভেঙে কলকাতায় চলে যায়। প্রতিবছর চীনাদের নববর্ষ উপলক্ষে চীনেমান তলার মন্দিরে এক মাস ব্যাপী উৎসব হয় (জানুয়ারীর শেষ দিকে ফেব্রুয়ারী প্রথমার্ধ পর্যন্ত) ১৮৫১ সালে ২৪ পরগণা যখন আলিপুর ও বারাসাত এই দুই বিভাগে বিভক্ত ছিল তখন আলিপুরের ১৫টি থানার মধ্যে আছিপুর ছিল একটি। বজবজ তখন আছিপুর থানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৯১ সালের সেন্সাস এ দেখা যায় থানা আছিপুর থেকে বজবজে স্থানান্তরিত হয়। আগে পোস্ট অফিস ছিল আছিপুরে। বজবজ ছিল কেবল ডাকচৌকি। আছুর সময়কালের বেশ কিছু পরে ১৮৭৩ এ বজবজ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এর জায়গায় অ্যান্ড্রু ইউল কোম্পানির জুটমিল বসলো। তখন থেকে আছিপুর এর গুরুত্ব কমতে শুরু করলো। হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর জেলা এবং স্থানীয় এলাকার কৃষিজীবী মানুষেরা ক্রমে শ্রমিকে পরিণত হতে শুরু হল। নগরায়ণ শুরু হলো রেলপথ বিছানো শুরু হলো। ইতিমধ্যে বাওয়ালি অঞ্চলে মন্ডল জমিদারদের আবির্ভাব ঘটেছে। এনাদের পূর্বপুরুষ বাস করতেন হিজলিতে। কৃষিজাত ব্যবসায় এত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে উত্তর-পূর্বদিকে চেতলা থেকে শুরু করে দক্ষিণে ক্যানিং পর্যন্ত এনাদের জমিদারিত্ব প্রসার লাভ করেছিল। প্রথমে এনারা শাক্ত ছিলেন পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯০৩ খৃ: থেকে বজবজ জুটমিলের পাশেই বজবজ দূর্গের ধ্বংসাবশেষ এর উত্তর দিকে বিভিন্ন জ্বালানি তেল ও কেরোসিনের সঞ্চয় ডিপো তৈরী হলো। ১৯১৯ এ বজবজ শিল্পাঞ্চলের অনতিদূরে বিড়লাদের প্রথম জুটমিল তৈরী হলো। সেই সময় এই অঞ্চলের মোট জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭। ক্রমাগত শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশদের সহায়তায় তৈরি হলো বজবজন পৌরসভা (১৯০০)। স্থানীয় মানুষ এবং বহিরাগতদের নিয়ে গড়ে উঠতে শুরু করল ঘনবসতি এবথ সময়োপযোগী সংস্কৃতির বিকাশ। এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেমন – স্বামী বিবেকানন্দের বজবজে অবতরণ, কোমাগাতামারু হত্যাকান্ড ইত্যাদি ঘটনা কমবেশি প্রায় সবাই জানে। ১৯২২ খৃ: শ্রী দানিয়েল অশোক চৌধুরী (হেডমাস্টার ও সুপারিনটেনডেন্ট), শ্রী বিমলানন্দ হালদার বি.এ, শ্রী বার্লাকভূষণ বিশ্বাস এর প্রতিবেদন – 'কলিকাতার ষোলো মাইল দক্ষিণে বজবজ একটা বর্ধনশীল ও সমৃদ্ধিশালী বন্দর। ১৮৯১ খৃ: থেকে স্কটিশ চার্চ মিশন এই স্থানে কাজ করে আসছিলেন। এইখানে একটা বিদ্যালয় স্থাপন সহ প্রচার কাজ চালাতে থাকে। এখানে আট নয় ঘর খৃষ্টীয়ানদের বাস এবং লোকসংখ্যা বালক বালিকা সমেত প্রায় ৫০ জন। তাদের মধ্যে কেউ বা কল ডিপোতে মিস্ত্রির কাজ, কেউ বা জুটে মজুরের কাজ এর দু-একজন অফিসের কেরানীর কাজ বা স্কুলে শিক্ষকের কাজ করছেন। অনেকেরই সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। তিরিশ বছরের বেশি কাল এ স্থানে খৃষ্টীয়ানের বাস কিন্তু দুঃখের সাথে নিবেদন করছি যে, এ যাবৎকাল আমাদের কোন উপাসনালয় নেই। অনেকদিন যাবৎ মন্ডলীর সভ্যগণ এ বিষয়ে চিন্তা করে আসছেন কিন্তু দারিদ্রবশতঃ তাঁরা এ যাবৎ কিছুই করে উঠতে পারেনি। স্কটিশ চার্চ মিশনারীদের কাছে এ অভাব উপস্থাপিত করা হয়েছিল, তারা যদিও সহানুভূতি প্রকাশ করে আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু এ পর্যন্ত কোনই সুবিধা করে উঠতে পারেননি। আমরা কি শুধুই মোহঘোরে নিদ্রিত থাকব ! কর্মতৎপর যে উত্তাল তরঙ্গ আজ ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়কে কর্মপথে ধাবিত করছে। তার ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতও কি আমাদের মর্মস্পর্শ করবে না ? কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ভারতীয় খৃষ্টমন্ডলীও এ স্রোতের প্রতিরোধ করতে পারেনি, তাই আজ আমরা মুষ্টিমেয় দরিদ্র খৃষ্টান ঈশ্বরের অসীম শক্তির উপরে নির্ভর করে আপন ক্ষুদ্র শক্তির উপরে দন্ডায়মান হতে প্রয়াস পাচ্ছি। আপনারা কি আমাদের সাহায্য করবেন না ? আমরা জানি এ যুগ শুধু কথার নয়, কাজও চাই। তাই আপনাদের কাছে উপস্থিত হবার আগে, দরিদ্র হলে আমরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে একশত ছেচল্লিশ টাকা সাড়ে এগারো আনা সংগ্রহ করেছি এবং এই টাকা ইউয়ান সাহেবের কাছে রেখেছি। আপনারা জানেন এই দুর্মূল্যের দিনে এই টাকা একেবারে পর্যাপ্ত নয়। আমরা মোটামুটি হিসাব করে দেখলাম আমাদের অন্তত এক হাজার টাকা দরকার। আমরা নিরাশ হইনি; প্রভুর অনুগ্রহ ও আপনাদের বদান্যতাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনারা কি আমাদেরকে এই মহৎ কার্যে সাহায্য দান করে অক্ষয় পুন্য সঞ্চয় করবেন না এবং জাতীয় জীবন পুষ্ট করবেন না ? স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর রেভারেন্ড জি ইউয়ান মহোদয় কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৯২২ খৃ: চার্চ তৈরী হয়। ১৮৯১ খৃ: ইংরাজী মাধ্যম স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক বছর পরে বাংলা মাধ্যম চালু হয় একটা উলুখড়ের চালের ঘরে ও এই সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন দানিয়েল অশোক চৌধুরী। বিদ্যালয়টি Abbey Junior High School হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে এই মন্ডলী UCNI এর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু ১৯৭০ খৃ: CNI এর সাথে যুক্ত হয়।

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India
Office Phone No- +913325920147; Email: tellitout@rediffmail.com
+917501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in
The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
Printer : William Carey Press, Barrackpore

Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 50 | For private circulation only | Estd.1951 | December 2024

বিশপের পত্র || নতুন বছর ২০২৫ ডায়োসিসের জীবনে প্রেম ও সুখশান্তি ঐক্যে পূর্ণ হোক ||

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

"নম্রগণ ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে, সদাপ্রভুর অন্বেষীরা তাঁহার প্রশংসা করিবে;" গীত ২২:২৬

জয় যীশু। সকলকে নতুন বছর ২০২৫- এর প্রীতি শুভেচ্ছা, সম্মান, ভালোবাসা জানাই আমার প্রিয় ডায়োসিসের সকল পুরোহিত, ডিকন, ইভানজেলিষ্টদের ও স্কুলগুলির মাননীয় প্রধানদের এবং বিভিন্ন মন্ডলীর ও পাষ্টোরেটের নেতৃবৃন্দ, অফিস কর্মীদেরসহ সমস্ত সভ্য-সভ্যাগণকে, মহিলা সমিতির মায়েদের, যুব সংঘের ছেলে মেয়েদের, সানডে স্কুলের আমার ছেলে মেয়েদের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। আমরা ডিসেম্বর মাসে প্রভু যীশুর জন্মদিন উপলক্ষে নানারকমভাবে আনন্দ পালন করেছি। সেই সাথে আমি আপনাদের বিশপরূপে একই সাথে তিনটি বছর শেষ করে একটি নতুন বছরে পা দিতে চলেছি। বিগত একটি বছরের দিনগুলি নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন করা দরকার অর্থাৎ আত্মসমীক্ষা করা দরকার। আমরা আমাদের ডায়োসিসের জন্য, পাষ্টোরেটের জন্য, মন্ডলীর জন্য, সাংসারিক জীবনে কি কি ও কতটা ভালো কাজ করেছি, উন্নয়ন করেছি, তেমনি কি কি ও কতটা খারাপ ও মন্দ কাজ করেছি ? যার জন্য ডায়োসিস-পাষ্টোরেট-মন্ডলী এবং সাংসারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অর্থাৎ আপনি কতটা প্রভুর আশীর্বাদ ও পরিচালনার মধ্যে ছিলেন এবং কতটা মন্দ শক্তির প্রভাবে মন্দ কাজ করেছেন। যা যা মন্দ বা খারাপ কাজ ছিল তা রেকটিফাই বা সংশোধন করে নূতন ভাব-ভাবনায়, চেতনা চিন্তায়, প্রেমে-ভালোবাসায় সবাইকে আলিঙ্গন করে নতুন বছরে নতুন মনে চলতে বদ্ধ পরিকর থাকব। আমি আপনাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনাদের প্রার্থনা, উৎসাহ, সুসহযোগিতা এবং সু-পরামর্শে ডায়োসিসের উন্নয়নে আমরা অনেক কাজ করতে পেরেছি ,পাশাপাশি ইচ্ছা থাকলেও অনেক কাজ করতে পারিনি। সফলতা আপনাদের, ব্যার্থতা আমার। আগামী নতুন বছর আমাদের ডায়োসিস ও পারিবারিক জীবনে প্রেম সুখ শান্তি ঐক্যে পূর্ণ হোক। আমাদের ভাবনার সব ভার পিতা ঈশ্বরের উপর যেন ফেলে দিই। কেননা তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেন। নতুন বছর আমাদের জীবনকে নবায়িত করুক পিতা ঈশ্বরের আশীর্বাদে। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি- ১। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে অবহেলা করবেন না এবং তাদের দেখাশোনা খাওয়া পরার যত্ন নেবেন। ২। বাবা ও মা'রা আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা আপনার সন্তানদের সুশিক্ষা দিন এবং তাদের নিয়মিত চার্চে যেতে উৎসাহ দিন। তাদের শিক্ষিত করুন প্রভু যীশুর আদর্শে। ৩। আমার প্রিয় মায়েরা আপনারা আপনাদের বৌমাদের প্রতি ভালো আচরণ করুন এবং ভালোবাসুন নিজের মেয়ের মতো যাতে বৃদ্ধকালে আপনার বৌমা নিজের মায়ের কথা ভেবে আপনাকে সেবা করে। ৪। আমি বৌমাদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করছি মায়েরা আপনারা আপনাদের শাশুড়িদের নিজ মায়ের মতো যত্ন করুন ও ভালোবাসুন। যেন আপনার বৃদ্ধকালে আপনি কারোর কাছ থেকে তা ফেরত পাবেন। আপনার বৃদ্ধকালে কোন কষ্ট হবে না। ৫। আমি সকল পুরোহিতদের ও তাদের স্ত্রীদের অনুরোধ করছি যে আমাদের পৌরহিত্য জীবন খৃষ্টীয় আদর্শমন্ডিত হোক। পুরোহিতদের ছেলে মেয়েরা যেন মান্ডলীক কাজে অংশগ্রহণ শুধু নয় অগ্রগণ্য ভূমিকা নিক, গান প্রার্থনা সুব্যবহার দ্বারা তাদের জীবনকে গঠিত করুক। ৬। আমাদের বর্তমান ডায়োসিস নেতৃত্ব এবং (সর্বস্তরের) ও আগামীদিনে যারা নেতৃত্বের দায়িত্বে আসবেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ যে সুআচার-আচরণ সততা নৈতিকতায় মোড়া খৃষ্টীয় আদর্শপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা গড়ে উঠুক। আমাদের পারিবারিক জীবন যদি খৃষ্টীয় চেতনায় গড়ে ওঠে তাহলে মন্ডলীর জীবনও সুসংগঠিত ও সুসমৃদ্ধময় হয়ে উঠবে তবেই বারাকপুর ডায়োসিস নবায়িত হবে। আমাদের পারিবারিক জীবনে বাবারা ও মায়েরা, ছেলে, বৌমা, নাতি-নাতনিদের নিয়ে পারিবারিক প্রার্থনা করুন এবং সম্ভব হলে সপ্তাহে একদিন উপবাসের প্রার্থনা করুন। পুরোহিত ও পাষ্টোরেট কমিটিকে সাহায্য করুন এবং পরামর্শ দিন। আপনাদের মঙ্গল হোক। নতুন বছর ২০২৫ আপনাদের পরিবারে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি পূর্ণ হোক যীশুবাবার কাছে এই প্রার্থনা করি।

আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

প্রভুতে নিদ্রিত হলেন

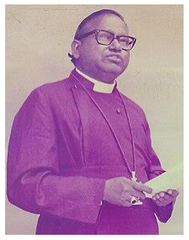

মোস্ট রেভারেন্ড ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই

স্বর্গীয় বিশপ বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ রূপে ১৯৭০-১৯৮২ খৃ: পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ডায়োসিসের উন্নয়নে সেবা দিয়েছেন। আমরা বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে স্বর্গীয় বিশপের আত্মার শান্তি কামনা করছি

জন্ম : ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪
মৃত্যু : ১৪ই ডিসেম্বর ২০২৪
কবরস্থ : ২৩শে ডিসেম্বর ২০২৪

সম্পাদকীয় ।। ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ।।

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই । ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী । আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি । আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি । আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি । আপনাদের মঙ্গল হোক।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে

সুকল্যাণ হালদার

সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

কলকাতা ডায়োসিসের ফেস্টিভ্যালে বিশপ আমন্ত্রিত

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর ইকিউমেনিক্যাল মিশনারী মানসিকতার জন্য বাংলার প্রতিটা ডিনোমিনেশনের সাথে তৈরী হয়েছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। গত ১ তারিখে মাননীয় বিশপ কলকাতা ডায়োসিসের আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ডায়োসিসান ফেস্টিভ্যালে। মাননীয় বিশপ বিশেষ অতিথিরূপে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

“স্টিফেন্স শেড” উদ্বোধন

গত ১৮ ই ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দমদম সেন্ট স্টিফেন্স চার্চে “স্টিফেন্স শেড” উদ্বোধন করলেন বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয় ও ক্যালকাটা ডায়োসিসের বিশপ ডঃ পরিতোষ ক্যানিং এবং ডুয়ার্স ডায়োসিসের বিশপ ডেভিড রায় মহাশয়।

কাঁচড়াপাড়া সিমেট্রির ১০০ বছর

গত ২রা ডিসেম্বর কাঁচড়াপাড়া সিমেট্রির ১০০ বছর পূর্তি পালন করা হল সুন্দর ও পবিত্রভাবে। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়। গান প্রার্থনা বিবিধ খৃষ্টীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। সেন্ট জর্জেস প্রেয়ার হলের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপগণ। সমগ্র অনুষ্ঠান আয়োজনে ও পরিচালনায় ছিলেন অভিজিৎ মন্ডল।

সেন্ট জর্জেস চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২রা ডিসেম্বর কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের অন্তর্গত সেন্ট জর্জেস চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস ও সেই সাথে ৩০ জন ছেলে মেয়ে হস্তার্পিত হলো। মাননীয় বিশপ সুন্দর উপদেশের দ্বারা জীবনে প্রভুর ভোজের গুরুত্ব বিষয়ে প্রচার করেন। প্রায় ২৫০ জন খৃষ্টবিশ্বাসীর উপস্থিতিতে আগমনী মাসের গুরুত্ব সাবলীলভাবে প্রকাশ করেন।

রেভারেন্ড মনোরঞ্জন মাইতি) উপাসনা পরিচালনা করে গেছেন। এই ভাবে কিছুকাল চলার পর উক্ত মন্ডলী দুটি চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের থেকে UCNI (উত্তর ভারতীয় যুক্ত মন্ডলী) অধীনস্ত হয়। এবং পার্শ্ববর্তী বজবজ মন্ডলী একই কমিটি ভুক্ত হয়। এই সময়ে রেভারেন্ড মণি পাত্র উক্ত তিন মন্ডলীর ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রূপে দায়িত্ব পালন করেন। তার অন্যত্র বদলি হওয়ার পর বজবজ থেকে কয়েকজন বিদেশিনী প্রচারিকা আকড়া মন্ডলীতে খৃষ্টের নাম প্রচার করতেন। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিস আর্মার এবং নেত্রদিদি। ঐ সময় স্থায়ী পুরোহিত না থাকায় আমন্ত্রিত পুরোহিত দ্বারা উক্ত মন্ডলীগুলিতে উপাসনা তথা প্রভুর ভোজ সম্পাদিত হত। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য রেভারেন্ড প্রবোধ কুমার অধিকারী, রেভারেন্ড সুরেশ চন্দ্র দে, রেভারেন্ড সুনীল অধিকারী এবং তৎকালীন বঙ্গীয় খৃষ্টীয় পরিষদের সম্পাদক সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এছাড়া বাইবেল সোসাইটির সম্পাদক-অধ্যাপক রবি দাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ। পরবর্তীকালে সন ইং ১৯৪৮ সালে রেভারেন্ড জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৬৭) আমৃত্যুকাল পর্যন্ত উক্ত মন্ডলীগুলির পৌরহিত্য করার দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সময় আকড়া মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং উপাসনা গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং মন্ডলীর সদস্যদের সিদ্ধান্তে স্থির হয় যে পুরাতন উপাসনা গৃহ ভেঙে ফেলে ঐ স্থানে নূতন উপাসনা গৃহ নির্মাণ করা হবে। অবশেষে সন ইং ১৯৫৯ সালে আগষ্ট মাসে উপাসনালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ঐ সময় মন্ডলীর সক্রিয় সভ্য অবনী ভূষণ বিশ্বাসের (১৯০৯-১৯১৭) বসত বাড়ির দালানে অস্থায়ী ভাবে উপাসনা পরিচালনার কাজ চলতে থাকে।উক্ত নির্মাণ কাজের অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দ্যেশে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে উল্লেখ্য স্বাক্ষরকারীরা হলেন রেভারেন্ড সুধীর কুমার চ্যাটার্জী, মডারেটর UCNI, হৃদেশ রঞ্জন ঘোষ, সহঃ মডারেটর UCNI, সৌরেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক বি.সি.সি, UCNI, মিস – এন. বি. সোম এবং রেভারেন্ড জ্যোতিষ চন্দ্র দাশগুপ্ত, যার ফলস্বরূপ কিছু অর্থ সংগৃহীত করা হয়। উক্ত নির্মাণ কার্যে আকড়া মন্ডলীর সকল সদস্য নিজেদের সাধ্যমত অর্থ ও শ্রম দিয়ে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য নৃপেনচন্দ্র মিত্র নির্মাণ কার্যে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এছাড়াও অবনীভূষণ বিশ্বাস ও ভূপতি ভূষণ বিশ্বাস (১৯১০-১৯৯৩) উক্ত কাজে মাসিক মাহিনার কিছু অর্থ নিয়মিত ভাবে দান করেন এবং মন্ডলীর সক্রিয় সভ্য উপেন নস্কর (১৯২০-১৯৭৮) অর্থ ছাড়াও কিছু ইট দান করেন। উল্লেখ্য রাজেন্দ্র মন্ডল (১৮৮৬-১৯৫৩), নবীন মন্ডল (১৮৯১-১৯৮৪) ও হেমচন্দ্র মন্ডল (১৮৯৬-১৯৮৪) ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা উক্ত নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করেন। উক্ত নির্মাণ কার্যে পার্শ্ববর্তী মেটিয়াবুরুজ ও বজবজ মন্ডলীর সদস্যরা সক্রিয় ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তাতে উপাসনার ছাদ নির্মাণ সম্ভবপর হয়নি। যার ফলে কিছু দিন যাবৎ খোলা আকাশের নীচে উপাসনা চলার পর, অস্থায়ীভাবে বাঁশ ও টিনের ছাউনি করা হয়। কিন্তু এই উদ্যোগ থেমে থাকেনি। এর কিছুদিন পরই মন্ডলীর পরিচালন কমিটি এবং রেভারেন্ড জ্যোতিষচন্দ্র দাশগুপ্ত ও মিস আর্মার এর প্রচেষ্টায় ও বি. সি. সি-র আর্থিক সহযোগিতায় সন ইং ১৯৬০ সালে উপাসনা গৃহের পাকা ছাদ করা সম্ভব হয়। এর বেশ কিছুদিন পর ইং সন ১৯৬৮ সালে রেভারেন্ড হনক্ মন্ডল মন্ডলীর পৌরহিত্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং সন ইং ১৯৭০ সালে UCNI মন্ডলী CNI মন্ডলীতে রূপান্তরিত হয়। CNI (উত্তর ভারত মন্ডলী) ভুক্ত হওয়ার পর আকড়া, মেটিয়াবুরুজ ও বজবজ মন্ডলী বারাকপুর ডায়োসিসের অধীনে আসে। সেই সময় বিশপ রাইট রেভারেন্ড ড. দীনেশ চন্দ্র গরাই এর তত্বাবধানে আকড়া মন্ডলী (আকড়া সি. এন. আই. চার্চ) এবং সমাধিস্থল পরিচালনার দায়িত্বভার বারাকপুর ডায়োসিস, CNI গ্রহণ করে।

সেন্ট অব্রাহাম চার্চ, বজবজ (১৯২২)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবিকার দিকে সামান্যতম নজর দিলে দেখা যাবে এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত। সেই কৃষিপ্রধান জেলার মধ্যে অবস্থিত বজবজ অঞ্চলের মানুষের মূল জীবিকা হল মূলত এলাকার বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্ভর এবং শিল্পাঞ্চল রূপে গণ্য হবার কারণে জীবিকার তাগিদে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বহিরাগত মানুষ এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। কালের প্রবাহে সকলে মিলে এক মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহকে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসের পাতাতে হালকা তল্লাশি চালালেই জানা যায় ঐতিহাসিকভাবে অতীতের একটি সামরিক কেন্দ্র (এখানে বজবজ দূর্গের কথা বলা হচ্ছে) পরবর্তীকালে শিল্পাঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিকভাবেই বজবজ কত পুরোনো সে বিষয়ে কোনো শক্তিশালী নথিপত্র নেই। প্রাপ্ত গবেষণা মতে এই জনপদের অধিকাংশ অঞ্চলে ছিল বনজঙ্গলে ভরপুর। আমার ধারণা তা সুন্দরবনেরই অংশ ছিল। (যেহেতু দক্ষিণ রায়ের পুজো সাড়ম্বরে হত এই অঞ্চলে বাঘের প্রকোপও ছিল) আদিগঙ্গা মজতে শুরু করলে কলকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ আকড়া নঙ্গী বজবজ প্রভৃতি স্থানে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে উঠতে লাগলো। নদীর পলি মাটিতে চাষ বাসের সুযোগ ছাড়বে ! শুরু হল জঙ্গল সাফাই অভিযান। এরকম জঙ্গল কেটে যারা প্রথম বসবাস শুরু করেন তাদের মধ্যে সারেঙ্গাবাদ এবং বজবজের হালদাররা। জানা যায় তারা বজবজ দূর্গে হাবিলদারের কাজ করতেন। “হাবিলদার” এর ধ্বনি বিপর্যয় এর মাধ্যমে “হালদার” শব্দের উৎপত্তি হয়েছে একথা সহজেই অনুমেয়। বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে তারা বাস করতে শুরু করেন এবং জঙ্গল কাটা স্থান গুলির মালিক জমিদার তারাই হন। বজবজের পাঁজালরা তাদের সমসাময়িক বা কিছুকাল পরে আসেন। তারপর আসেন ঘোষেরা। হালদার, পাঁজাল বা ঘোষেদের আগে বজবজ যে বসতি শূন্য ছিল তা নয়। নদী তীরবর্তী বলে এখানে কৃষক, কুমোর শ্রেণীর কিছু কিছু লোক বাস করত। ইংরেজ আমলে নদী তীরবর্তী অঞ্চলের কুমোরদের হটিয়ে পরবর্তীকালে এখানে তেল কোম্পানি তাদের বড় বড় পেট্রোল ট্যাংক নির্মাণ করতে থাকেন। আজ পর্যন্ত যত অনুসন্ধান হয়েছে তা থেকে জানা যায় লিখিত ইতিহাসে ১৭৫৬ সালের আগে বজবজের নাম পাওয়া যায়নি। বজবজের নাম উল্লেখ আছে এরকম অন্যতম প্রাচীন নথি ‘Indoston” এর লেখক Robert Warm লিখেছেন, “২৫শে জুন (১৭৫৬) তারা কলকাতার ২০ মাইল নিচে বজবজ পার হবার সময় দেখল দূর্গটি শত্রুসৈন্য পরিপূর্ণ তারা সবেমাত্র কামান দিয়ে সাজানো হচ্ছে”। বজবজ এর নাম F.C Hill এবং Arthur Bruce এর ও রচিত গ্রন্থে পাওয়া গেছে ওই একই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে।তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের “পলাশীর যুদ্ধ” গ্রন্থ থেকে জানা যায় ক্লাইভ এবং ওয়াটসন সৈন্য বাহিনী নিয়ে নৌবহরে কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম বজবজের দক্ষিণ দিকে মায়াপুর গ্রামে পদার্পণ করেন এবং সেই গ্রামের অধিবাসীদের সাহায্যে খাদ্যের ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়।হাওড়া জেলার সেনসাস হ্যান্ড বুকে (১৯৬১) হুগলি নদী তীরবর্তী স্থান গুলির প্রাচীন ইতিহাস প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হয়েছে, “হুগলি নদীর কূলে অবস্থিত গ্রামগুলি বজবজ পর্যন্ত মগ পর্তুগিজ জলদস্যুদের দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হত”। বাংলায় এই মগ জলদস্যুদের উপদ্রবের ইতিহাস সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকে পাওয়া যায়। এরা সাধারণত গ্রামগুলিকে লুট করতো এবং নর-নারী থেকে শিশু সকলকেই দাসে পরিণত করত। সুধীর কুমার মিত্র তার “হুগলি জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ” প্রথম খন্ডে লিখছেন, “সুন্দরবন ও বজবজ আঞ্চলিক পর্তুগিজ ক্রীতদাসবাহী জাহাজগুলির সর্বপ্রধান আড্ডা ছিল”। বারো ভূইয়ার অন্যতম নায়ক প্রতাপাদিত্য মগ জলদস্যুদের প্রতিহত করার জন্য বজবজে দূর্গ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাহজাহান এই দূর্গের সংস্কার করে এখানে ঘোড়া হাতি সহ প্রায় ২২০০ সেনা থাকার বন্দোবস্ত করেন। প্রতাপাদিত্যের আমল থেকেই দূর্গের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে জনবসতি তৈরী হচ্ছিল। শাহজাহানের সময় থেকে মুসলিমদের আগমন ঘটলো। হিন্দুরাও কিছু এল হাওড়ার দক্ষিণ অংশ থেকে। এই প্রবাহমানতা প্রায় কুড়ি বছর ধরে চলে। যেসব হিন্দু মুসলমান বাইরে থেকে এসেছিল তারা মূলত দূর্গ পুনর্গঠনের শ্রমিক ছিল। এই সমীক্ষাটি দূর্গের পরিখার বাইরে প্রায় পাশাপাশি বাসা বেঁধে থাকতা এখানকার চাষযোগ্য জমি, মাছভর্তি নদী-নালা প্রভৃতি অনুকূল পরিবেশের জন্য অনেকেই তাদের মূল বাসস্থানে আর ফিরে যাননি। বজবজ দেখা যায়, এই মুসলমান বাড়ি তো তার পাশেই হিন্দুদের বাড়ি, একপ্রান্তে দক্ষিণ রায়ের থান, তো অপর প্রান্তে পীরের মাজার। এখানে মসজিদ তো খানিক দূরেই শিব মন্দির। মূলত, শ্রমিকশ্রেণীর সহজাত অবস্থান এহেন অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা তৈরিতে সর্বাগ্রে সহায়তা করেছে। যাইহোক, শিল্পাঞ্চল থেকে অনতিদূরে একটা জলাভূমিতে মানিক চাঁদের নেতৃত্বে সিরাজবাহিনী এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনার সঙ্গে একটি গড়পেটা যুদ্ধ হয়েছিল। যখন সিরাজ বাহিনীর জয় নিশ্চিত হচ্ছিল হঠাৎ মানিক চাঁদ নির্দেশ দেন- চল মুর্শিদাবাদ! সেনা তারপর মুর্শিদাবাদের দিকে ফিরে চলল। ক্লাইভের পর দূর্গ অধিকার করে কামান দেগে ধ্বংস করে দেন এবং তারপর অরক্ষিত কলকাতা পুনরুদ্ধার করেন। এই যুদ্ধে তৎকালীন সময়ের বজবজ অধিবাসীদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। শাহজাহানের দূর্গ সংস্কারের ক্ষেত্রে দ্রুত

২৩।। আমাদের বজবজ পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ।। জনসন সন্দীপ

সেন্ট ইসাক'স চার্চ, মেটিয়াবুরুজ (১৮৪৮)

মেটিয়াবুরুজের ইতিহাস কলকাতা থেকেও প্রাচীন। ভাগীরথী নদীর দুই তীরে দুটি কেল্লা, একটি রাজা প্রতাপাদিত্য অন্যটি ডাচরা তৈরী করে। লর্ড ক্লাইভ এই অঞ্চল দখলের সময় কেল্লা দুটির দখল নেন। সেই সময় এই অঞ্চলে কেল্লা নির্মাণের প্রধান উপকরণ ছিল মাটি। কলকাতার পত্তনের সময় কেল্লা দুটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং পড়ে থাকে বিশাল মাটির ঢিবি বা বুরুজ। আসলে কথাটা ছিল মাটিয়া বুর্জ, অর্থাৎ মাটির কেল্লা। গঙ্গার বাঁকে এক কালে কাঁচা ইটের এই কেল্লা থেকেই পাহারা চলত। সেই মাটিয়া বুর্জ থেকেই মেটিয়াবুরুজ। শ্রীপান্থ সেই মেটিয়াবুরুজকেই আরও নরম করলেন তাঁর 'মেটিয়াবুরুজের নবাব' বইয়ে। মেটিয়াবুরুজ দিয়ে এগোলে আজও জ্বলজ্বল করতে দেখা যায় তার ওস্তাগর সাম্রাজ্য। সম্ভবত ভারতের সর্ববৃহৎ দর্জিপাড়া। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ, অযোধ্যার শেষ বাদশা তিনি। ইংরেজদের কাছে রাজ্য খুইয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন কলকাতায়। তখনও আশা ছিল, হয়ত একদিন ফেরত পাওয়া যাবে সেই হারানো আওধ। লিখেছিলেন, 'দর ও দিওয়ার পর হসরত সে নজর করতে হ্যায় / খুশ রহো আহলে বতন হম তো সফর করতে হ্যায়'। বারাকপুর ডায়োসিসের অধীনে মেটিয়াবুরুজ পাস্টোরেটের মেটিয়াবুরুজ সি. এন. আই. চার্চ একটি অন্যতম চার্চ। বর্তমানে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে অবস্থিত ও স্কটিশ মিশনারীগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এই মন্ডলী গঙ্গার পর পাড়ে অবস্থিত সেই হেতু এখানে জলপথে মিশনারীগণ প্রবেশ করেন ও প্রথমে ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয় ও সাথে মন্ডলী স্থাপন করেন। এলাকায় ব্যাপক সমারোহের সাথে শিক্ষা প্রদান সাথে সাথে খৃষ্ট ধর্মের প্রসারও ঘটাতে থাকেন।

তদানীন্তন কালে মেটিয়াবুরুজ মন্ডলী ও পার্শ্ববর্তী মন্ডলী (আকড়া, বজবজ) চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের পরিচালনাধীন ছিল। বাঙালীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও মন্ডলী পরিচালনার জন্য প্রথম পুরোহিত রেভারেন্ড চারুচন্দ্র মিত্র দায়িত্বভার প্রদান করেন (১৮৪৮-১৯১৬)। তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর অন্যান্য মন্ডলী থেকে পুরোহিত এসে উপাসনা পরিচালনায় সাহায্য করতেন। তারা হলেন রেভারেন্ড জন নবাব আলি চৌধুরী, রেভারেন্ড নকুলেশ্বর এবং রেভারেন্ড মনোরঞ্জন মাইতি। চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের মাননীয়া মিস আর্মার বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন। পরবর্তীকালে রেভারেন্ড জ্যোতিষ চন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯০৩-১৯৬৭) বিশ্বস্ত ভাবে দায়িত্ব পালন করেন। পূর্বে UCNI মন্ডলীর পরিচালনায় পরিচালিত হত। ১৯৬৮ খৃ: রেভারেন্ড হনক মন্ডল মহাশয় ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ খৃ: UCNI থেকে CNI মন্ডলীতে যোগদান করে।

সেন্ট জেকোব'স চার্চ, আকড়া (১৮৯৬)

এখন যদিও আকড়া অঞ্চলে প্রায় ৪০০ জন খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বসবাস, কিন্তু সেই সময় এই অঞ্চলে খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস ছিল না। ঐ সময় গোবর্দ্ধন নস্কর (জন্ম ইং ১৮৪১ মৃত্যু ইং ১৯২৩) নামে একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক বসবাস করতেন। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন। এমন এক সময় উক্ত গোবর্দ্ধন নস্কর মহাশয়ের সঙ্গে কতিপয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরিচয় ঘটে। তারই সুবাদে তিনি খৃষ্টের প্রতি আকর্ষিত হতে থাকেন এবং খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। এরই ফলস্বরূপ তদানীন্তন প্রভাবশালী কিছু মানুষ তাকে সমাজচ্যুত করে, এমত অবস্থায় সম্পূর্ণ নিজ সিদ্ধান্তে অনঢ় থেকে তিনি ও তার সহধর্মিনী বি. এন. নস্কর (জন্ম ইং ১৮৪৭ মৃত্যু ১৯১২) খৃষ্টকে অন্তরে গ্রহণ করে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। এবং এই অঞ্চলে স্থায়ী খৃষ্টীয় পরিবেশ তথা খৃষ্টীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যান, এই লক্ষ্য পূরণ করতে তার নিজস্ব জমিতে বিভিন্ন অঞ্চলের কিছু খৃষ্টান পরিবারবর্গের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমানাথ মন্ডল, বিনয় নস্কর ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। তাদের উত্তরাধিকারীরা বর্তমানে আকড়া চার্চের সদস্যরূপে এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। উক্ত ব্যক্তিবর্গরা প্রথম এই অঞ্চলে খৃষ্টের উপাসনা শুরু করেন। যদিও তদানীন্তনকালে স্থায়ী উপাসনাগৃহ বলে কিছু ছিল না। এখানে উল্লেখ্য আকড়া চার্চের প্রতিষ্ঠাতা গোবর্দ্ধন নস্কর মহাশয়ের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার তিন কন্যা যথাক্রমে- প্রিয়বালা নস্কর, গিরিবালা নস্কর ও চারুবালা নস্কর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের নিজ নিজ স্বামীদের যথা প্রিয়নাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড চারুচন্দ্র মিত্র এবং সুখলাল বিশ্বাস (১৮৪৮-১৯১৬) সাথে এই অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। উক্ত রেভারেন্ড চারুচন্দ্র মিত্রর উদ্যোগে এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় গোবর্দ্ধন নস্করের জীবদ্দশায় তারই দানকৃত জমিতে সন ইং ১৮৯৬ সালে একটি স্থায়ী উপাসনা গৃহ নির্মিত হয় যা বর্তমানে আকড়া সি. এন. আই. চার্চ পাশাপাশি সমাধিস্থলের জমিও তিনি দান করেন। উক্ত সমাধিস্থলে গোবর্দ্ধন নস্করের সমাধি আজও বিরাজমান। তৎকালে পার্শ্ববর্তী বজবজ ও মেটিয়াবুরুজ খৃষ্টীয় মন্ডলীদ্বয় চার্চ অফ স্কটল্যান্ডের পরিচালনাধীন ছিল এবং আকড়া খৃষ্টীয় মন্ডলীকেও তার অধীনস্থ করা হয়। যার ফলস্বরূপ উক্ত মন্ডলীগুলিতে সমন্বয় বৃদ্ধি ঘটে, সেই সময় রেভারেন্ড চারুচন্দ্র মিত্র আকড়া ও মেটিয়াবুরুজ মন্ডলীর পালকরূপে দায়িত্বভার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। তার সময়কালে কয়েকজন বিশিষ্ঠ পুরোহিত (রেভারেন্ড জন নবাব আলি চৌধুরী, রেভারেন্ড নকুলেশ্বর এবং

সেন্ট ইসাক'স চার্চ , মেটিয়াব্রুজ

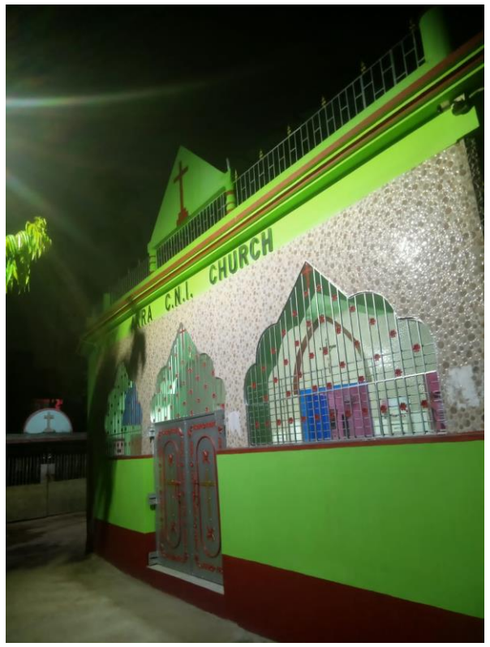

সেন্ট জেকোব'স চার্চ , আঁকরা

সেন্ট আব্রাহাম চার্চ , বজবজ

এস. এস. এস রানাঘাটের এম সি মিটিং হলো

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর আধুনিক শিক্ষানীতির ফলে দিনপ্রতিদিন ডায়োসিসের অভ্যন্তরে সরকারী বেসরকারী স্কুলগুলির সার্বিক বিকাশ দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২ তারিখে রানাঘাট সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের এম সি মিটিং এ যোগ দিয়ে মাননীয় বিশপ স্কুলের বিভিন্ন বিষয় শোনেন এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেন।

নতুন চার্চ বিল্ডিং-এর উদ্বোধন হলো ক্যানিং কাঠপোলে

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই ডায়োসিসের অভ্যন্তরে পরিচর্য্যার নব দিগন্ত যেমন খুলে গেছে তেমনি ডায়োসিসের সীমানা ছাড়িয়ে তা বিস্তারিত হচ্ছে। সম্প্রতি ক্যানিং পাস্টোরেটের কাছেই কাঠপোল নামক জায়গায় ব্যাপটিস্ট খৃষ্টবিশ্বাসীগণ পরিচর্য্যার অভাবে ভুগছিল তারা রেভারেন্ড সৌমেন মন্ডলের সাহায্যে বারাকপুর ডায়োসিসের ক্যানিং পাস্টোরেটে যোগ দেয় এবং তাদের জন্য নতুন চার্চ উইলিয়াম কেরী মেমোরিয়াল চার্চ বিল্ডিং-এর উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ গত ৭ তারিখে। এই মহতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় খৃষ্টবিশ্বাসীগণ মাননীয় বিশপকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তাদের জন্য আত্মিক পরিচর্য্যার বিশেষ সুযোগ করে দেবার জন্য।

রাজারামপুর সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চের ১৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ৪ঠা ডিসেম্বর কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের অধীনে সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চের (রাজারামপুর) ১৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো মহাসমারোহে। ঐদিন বেলা তিনটের সময় প্রভুর ভোজের উপাসনা পরিচালনা করেন মাননীয় বিশপ। মাননীয় বিশপের উপদেশে আত্মিকভাবে উপস্থিত ভক্তমন্ডলী তৃপ্ত হন ও তারা শুভেচ্ছা সম্মান ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মাননীয় বিশপকে।

ডুয়ার্স ডায়োসিসের এপিস্কোপাল নির্বাচন

গত ৯ তারিখ মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী দিল্লি যান ডুয়ার্স ডায়োসিসের এপিস্কোপাল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে। এই নির্বাচনে বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভারেন্ড ডেভিড রায় ঐ ডায়োসিসের প্রথম ও ফাউন্ডার বিশপ হিসেবে নির্বাচিত হন।

ক্রিসমাস সেলিব্রেশন এন্ড অ্যানুয়াল ফাংশন

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ডায়োসিসের প্রতিটি স্কুলে নিষ্ঠার সাথে পালিত হচ্ছে প্রভু যীশুর জন্মদিন উপলক্ষে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন এন্ড অ্যানুয়াল ফাংশন। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাননীয় বিশপ উপস্থিত ছিলেন গত ১০ তারিখে কেওড়াপুকুর বয়েজ হাই, প্রাইমারী স্কুল এবং হোস্টেলে। কেওড়াপুকুর গার্লস প্রাইমারী স্কুল, গার্লস হাই স্কুল, গার্লস হোস্টেল এবং প্রি-প্রাইমারী স্কুল। গত ১১ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স স্কুল মগরাহাট, কাকদ্বীপ। গত ১২ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স স্কুল বাদামতলা, বারুইপুর ভোকেশনাল, চম্পাহাটি, সোনারপুর। গত ১৩ তারিখে ক্যানিং সেন্ট পিটার্স হোস্টেল, সেন্ট গাব্রিয়েল প্রাইমারী স্কুল, সেন্ট গাব্রিয়েল হাই স্কুল, সেন্ট স্টিফেন'স ক্যানিং, সেন্ট স্টিফেন'স কেওড়াপুকুর, সেন্ট গাব্রিয়েল হোস্টেল। গত ১৪ তারিখে কৃষ্ণনগর কুইন্স গার্লস হাই স্কুল, প্রাইমারী, হোস্টেল, সি এম এস হাই স্কুল, প্রাইমারী, হোস্টেল, চাপড়া কিং এডওয়ার্ড হাই স্কুল, ক্রাইস্ট চার্চ সেকেন্ডারী স্কুল, সেন্ট স্টিফেন'স চাপড়া। গত ১৫ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স কৃষ্ণনগর, মালিয়াপোতা, শিকারপুর, করিমপুর। গত ১৬ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স সাগরদিঘি, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, বহরমপুর চার্চ প্রাইমারী। গত ১৭ তারিখে মেটিয়াব্রুজ প্রাইমারী, অ্যাবে প্রাইমারী এবং হাইস্কুল, ইউসি এন আই প্রাইমারী স্কুল, সেন্ট স্টিফেন'স বজবজ। গত ১৯ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স মছলন্দপুর, হাবড়া। গত ২০ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স রানাঘাট, ডানকুনি। গত ২১ তারিখে সেন্ট স্টিফেন'স স্কুল নেপালগঞ্জ।

২য় বর্ষ ক্রিসমাস কার্নিভাল কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেট

কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের ডাঙ্গাপাড়া ইম্মানুয়েল চার্চের পরিচালনায় এবং অভিজিৎ মন্ডলের নেতৃত্বে দ্বিতীয় বর্ষ ক্রিসমাস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হলো। এই কার্নিভালের উদ্দেশ্য ছিল প্রভু যীশুর জন্মবার্তাকে তুলে ধরার জন্য যে প্রভু যীশু শুটি কয়েক খৃষ্টান মানুষদের জন্য নয়, সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য এসেছিলেন যাতে পৃথিবী শান্তিময় হয় ও পৃথিবী আনন্দময় হয়ে ওঠে। মোট ১২টি চার্চ এই কার্নিভালে যোগ দিয়েছিল। সুদৃশ্যময় বর্ণময় নাচ গান ট্যাবলোর মাধ্যমে শহর পরিক্রমা করে। মাননীয় বিশপ চক্রবর্তী প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রায় ১৫০০ মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। থানামোড় থেকে শুরু হয় এবং বাঘমোড়ে শেষ হয়।

শিকারপুর পাস্টোরেটের উন্নয়ণ

গত ১৫ তারিখে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী শিকারপুর পাস্টোরেটের ক্রাইস্ট চার্চ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন উন্নয়ণ পরিস্থিতি দেখতে যান যা তিনি ইতিপূর্বে অনুমোদন দিয়েছিলেন। ঐদিন মাননীয় বিশপ নতুন প্রিস্ট কোয়ার্টার এর এবং ক্যাম্পাসের নতুন সুদৃশ্য গেট ও তোরণ উদ্বোধন করেন।

বারাকপুর ডায়োসিসের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট

গত ৯ তারিখে বারাকপুর ডায়োসিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রেভারেন্ড ডেভিড রায় ডুয়ার্স ডায়োসিসের বিশপরূপে নির্বাচিত হয়েছেন সেই কারণে গত ১০ তারিখে অফিস বিয়ারার্স ও জিবিএফবি'র মিটিং-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে রেভারেন্ড ড. সুরজিৎ সরকার বারাকপুর ডায়োসিসের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট রূপে দায়িত্ব পেয়েছেন, ডায়োসিসের কার্য্যনির্বাহী সমিতির পরবর্তী মিটিং পর্য্যন্ত। ডায়োসিসের পক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।

বারুইপুর পাস্টোরেটে হস্তার্পন

মাননীয় বিশপের সুপরিকল্পনায় ও উৎসাহে ডায়োসিসের অভ্যন্তরে ধর্মীয় সংস্কারের কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে চলছে। তার অন্যতম হলো হস্তার্পন সংস্কার অনুষ্ঠান। গত ২১ তারিখে ২৩ জন হস্তার্পন প্রার্থীদের মাননীয় বিশপ ঈশ্বরের উদ্দ্যেশে হস্তার্পিত করেন।

সেন্ট মার্কস্ চার্চ, কৃষ্ণরামপুর, প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৩ তারিখে ঝাঝরা পাস্টোরেটের অন্তর্গত কৃষ্ণরামপুর সেন্ট মার্ক'স চার্চের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পবিত্র উপাসনাতে যোগ দেন মাননীয় বিশপ। তিনি সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে প্রভুর ভোজের উপাসনায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের আত্মিকভাবে উদ্দীপিত করেন

ক্লার্জি গেট টুগেদার

গত ১৮ তারিখে দমদম সেন্ট স্টিফেন'স চার্চে অনুষ্ঠিত হলো ক্রিসমাস গেট টুগেদার। যোগ দিয়েছিলেন ডায়োসিসের পুরোহিত, ইভানজেলিস্ট, ডিকন, অফিস স্টাফ। এই অনুষ্ঠানে গান প্রার্থনা হালকা বিনোদন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ডুয়ার্স ডায়োসিসের নতুন বিশপ রাইট রেভারেন্ড ডেভিড রায়কে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে সম্মান সম্বোর্ধনা দেন। মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং , তিনি সকলকে উপহার প্রদান করেন। ডায়োসিসের পক্ষে রেশন ব্যাগ দেওয়া হয়। দুপুরের আহারের পরে শেষ হয় অনুষ্ঠান।

কল্যাণপুরে চার্চ সংস্কারের কাজ শেষ হলো

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ডায়োসিসের সর্বত্র উন্নয়নের কাজ সমানতালে চলছে। বারুইপুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত কল্যাণপুর মন্ডলীর গীর্জাঘরের বৃদ্ধি ও সংস্কার করা হয়েছে। এই উপলক্ষে গত ২১ তারিখে মাননীয় বিশপ সহ অফিস বিয়ারার্স উপস্থিত ছিলেন এবং গীর্জাঘরটি উৎসর্গ করেন।

দমদমে ক্রিসমাস কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হলো

গত ১৮ তারিখে দমদম পাস্টোরেটের উদ্যোগে ক্রিসমাস কার্নিভাল হয়। এই কার্নিভালের উদ্বোধন করেন তিনজন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী, বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং, বিশপ ডেভিড রায় মহাশয়। এরপরে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় । যোগ দেয় ডায়োসিসের পুরোহিতগণ।

৬১ তম আনন্দমেলা কেওড়াপুকুরে অনুষ্ঠিত হলো

গত ২৩ তারিখে ৬১ তম আনন্দমেলা অনুষ্ঠিত হলো কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের সেন্ট পল'স চার্চ কম্পাউন্ডে। এই মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং। মেইন গেটে ফিতে কেটে প্রবেশ করেন অতিথিবর্গ এবং তাদের গীত নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নিয়ে যাওয়া হয় মেলার মূল মঞ্চে। মূল মঞ্চে গান প্রার্থনা ও সংক্ষিপ্ত উপদেশের মাধ্যমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার শুভ সূচনা ঘোষিত হয়।

মডার্ণ স্কুলের ক্রিসমাস কার্নিভালে বিশপ

মাননীয় বিশপের গ্রহণযোগ্যতা দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বহির্জগতে। গত ২৪ তারিখে বারাকপুরের জনপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মডার্ণ স্কুলের ক্রিসমাস কার্নিভালে মাননীয় বিশপ মশাই যোগ দেন। মাননীয় বিশপকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্মান সম্বোর্ধনা দেওয়া হয়।

মেটিয়াব্রুজ পাস্টোরেটের ক্রিসমাস সার্ভিসে যোগ দেন বিশপ

গত ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনের উপাসনায় যোগ দেন মাননীয় বিশপ মেটিয়াব্রুজ পাস্টোরেটের মেটিয়াব্রুজ সি এন আই চার্চে। সকাল ৮.৩০ মিনিটে পবিত্র উপাসনায় মাননীয় বিশপ যোগ দেন এবং সুন্দর মনোগ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে সকল ভক্তজনের হৃদয়কে উদ্দীপিত করেন।

১১০ তম চাপড়া খৃষ্টীয় মেলা ও প্রদর্শনী

গত ২৬শে ডিসেম্বর ১১০ তম চাপড়া খৃষ্টীয় মেলা ও প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ। চাপড়া ক্রাইস্ট চার্চ উপাসনালয়ে গান ও প্রার্থনা এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন। মাননীয় বিশপকে সম্মান সম্বোর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ডি এস সুকল্যাণ হালদার ও ডি টি চৈতালী মন্ডল। চাপড়ার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে মেলাতে এসে দুটি মঞ্চের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ।

ফুলবাড়ীতে হস্তার্পন অনুষ্ঠিত হলো

গত ২৭ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে কুমড়োখালি পাস্টোরেটের ফুলবাড়ীতে পবিত্র হস্তার্পন সাক্রামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে মাননীয় বিশপ প্রাসঙ্গিক উপদেশ দেন ও ৪২ জনকে ঈশ্বরের হাতে হস্তার্পিত করেন।

মিডনাইট সার্ভিশে যোগ দেন বিশপ

গত ৩১ শে ডিসেম্বর মিডনাইট সার্ভিশ উপলক্ষে মাননীয় বিশপ বারাকপুর সেন্ট বার্থলোমেয় ক্যাথিড্রালে যোগ দেন এবং তিনি মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে বলেন গত বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার বিষয় এবং মূল্যায়ন করতে বলেন এবং প্রভু যীশু খৃষ্টের উপরে নির্ভর ও বিশ্বাস রেখে যেন আমরা নতুন বছরের জন্য প্রস্তুত হই।

বালিউড়া নতুন চার্চের উদ্বোধন

মাননীয় বিশপের নেতৃত্বে ও ডি এস সুকল্যাণ হালদারের পরিচালনায় ডায়োসিসের সর্বত্র উন্নতির ধারা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৪শে ডিসেম্বর শোলুয়া পাস্টোরেটের অধীন প্রাচীন বালিউড়া মন্ডলীর নব নির্মিত সেন্ট মার্কস চার্চ এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন মাননীয় বিশপ এবং ডি এস সুকল্যাণ হালদার সুন্দর মনোগ্রাহী উপাসনার মাননীয় বিশপ উপদেশ দেন ও সংগীত পরিবেশন করেন।